মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

এপ্রিল-জুন ২০২৬

গবেষণা বিভাগ
(মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং)
বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদনটি মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং, গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত। এ সম্পর্কিত কোন মতামত/পরামর্শ থাকলে মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান, পরিচালক, গবেষণা বিভাগ (mohammad.masud@bb.org.bd), সৈয়দা ইশরাত জাহান, অতিরিক্ত পরিচালক, গবেষণা বিভাগ (syeda.jahan@bb.org.bd), শায়লা শারমিন রাপ্তি, যুগ্ম-পরিচালক, গবেষণা বিভাগ (saila.sarmin@bb.org.bd) এবং নুসরাত জাহান, উপপরিচালক, গবেষণা বিভাগ (nusrat.jahan955@bb.org.bd) বরাবর ই-মেইলে জানানো যেতে পারে।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(এপ্রিল-জুন ২০২৬)

সারসংক্ষেপ

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

- মুদ্রা সরবরাহ (M2) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ২৩৩৫৫.৯৮ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩.৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি হয়ে এপ্রিল-জুন ২০২৬ ত্রৈমাসিক শেষে ২৪১৬২.৮৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। *মূলতঃ নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA)-এর প্রবৃদ্ধি বেশি হওয়ায় জুন'২৬ শেষে M2-এর প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।*
- বার্ষিক ভিত্তিতে জুন'২৬ শেষে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নিট ঋণ স্থিতি ৩৪.৫১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। *সরকারের রাজস্ব আয় নির্ধারিত মাত্রার তুলনায় কম হওয়ায় ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারি খাতে (নিট) ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।*
- বার্ষিক ভিত্তিতে জুন'২৬ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ৪.৪৭ শতাংশ যা জুন'২৭ এর জন্য নির্ধারিত প্রক্ষেপণ ৮.০ শতাংশের তুলনায় কম। *বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ হতে সরকার কর্তৃক অধিক মাত্রায় ঋণ গ্রহণের ফলে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণের তুলনায় কম হয়েছে।*
- এপ্রিল-জুন ২০২৬ সময়কালে রিজার্ভ মুদ্রা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ৭.৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৭৬৩.৬৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। *উপাদানভিত্তিক তুলনায় দেখা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।*

মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

- পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি মার্চ'২৬ শেষের ৮.৭১ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে জুন'২৬ শেষে ৯.১৬ শতাংশে দাঁড়ায়। *আলোচ্য সময়ে খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত উচ্চ মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পাওয়ার সূত্রে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট সার্বিক মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে।*

তারল্য, সুদ হার ও শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ পরিস্থিতি

- এপ্রিল-জুন ২০২৬ ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংকসমূহের বিধিবদ্ধ সংরক্ষণের (সিআরআর ও এসএলআর) পর অতিরিক্ত তরল সম্পদ ৭.৯১ বৃদ্ধি পেয়ে ৪০৮০.৭৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা মার্চ'২৬ শেষে ছিল ৩৭৮১.৩৫ বিলিয়ন টাকা। *কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপ ও বিশেষ তারল্য সহায়তার সূত্রে ব্যাংকিং খাতের তারল্য পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হয়েছে।*
- ব্যাংক খাতে আমানত ও আগাম ভারিত গড় সুদহার জুন'২৬ শেষে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬.১৬ ও ১১.৮৬ শতাংশ, যেখানে মার্চ'২৬ শেষে ছিল যথাক্রমে ৬.২৪ শতাংশ ও ১১.৯৬ শতাংশ। *আমানত বৃদ্ধি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক তারল্য সহায়তার সূত্রে তারল্য পরিস্থিতি স্বাভাবিকীকরণের পাশাপাশি আন্তঃব্যাংক সুদহার হ্রাসের ফলে ঋণের সুদহার হ্রাস পাচ্ছে।*
- আলোচ্য ত্রৈমাসিকে তফসিলি ব্যাংকগুলোর মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬০৬৫.৫৫ বিলিয়ন টাকায়, যা মার্চ'২৬ শেষে ছিল যথাক্রমে ৫৮৮৭.০৪ বিলিয়ন টাকা। *ব্যাংক ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান NPL কমিয়ে আনতে আর্থিক খাত সংস্কারসহ অন্যান্য সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।*

বৈদেশিক লেনদেন ও বিনিময় হার পরিস্থিতি

- *পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য সময়কালে আমদানি ব্যয় প্রবৃদ্ধি হ্রাস ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি জোরালো হলেও রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় চলতি হিসাব ভারসাম্যে (Current Account Balance) ৮৯১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি হয়েছে। অন্যদিকে, এ সময়ে অন্যান্য বিনিয়োগ বৃদ্ধিসূত্রে আর্থিক হিসাবে (financial account) ৪২৫৮.০ মিলিয়ন ডলার উদ্বৃত্ত হয়েছে।*
- এপ্রিল-জুন ২০২৬ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের চেয়ে যথাক্রমে ১১.৮৫ শতাংশ ও ১৩.৬১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১১৪৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।
- আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের চেয়ে যথাক্রমে ৯.৭৯ শতাংশ ও ১০.৭৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১০০৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।
- এ সময়ে রেমিট্যান্স পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের চেয়ে যথাক্রমে ৫.৬২ শতাংশ হ্রাস ও ৯.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৯৩৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।
- জুন'২৬ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে টাকা-ডলার বিনিময়[১] হার দাঁড়ায় ১২৩.৪৪ টাকা, যা মার্চ'২৬ শেষে ছিল ১২২.৮০ টাকা। এপ্রিল-জুন ২০২৬ সময়ে টাকা-ডলার বিনিময় হারে শতকরা ০.৫২ ভাগ অবচিতি (depreciation) পরিলক্ষিত হয় ।
- বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ জুন'২৬ শেষে দাঁড়ায় ৩৭৫৭৮.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বিপিএম৬ হিসাবে ৩২৯৩০.৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) যা ৫.৪ মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত।

[১] টাকা-ডলার বিনিময় হার (মাস শেষে) ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট হতে সংগ্রহীত।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
(এপ্রিল-জুন ২০২৬)

নবগঠিত সরকার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো পুনর্গঠন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকও ব্যাংকিং খাতের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য ধারাবাহিকভাবে ব্যাপক সংস্কার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মিলিত উদ্যোগে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় দৃশ্যমান উন্নতি সাধিত হয়েছে, যা বৈদেশিক খাতে স্থিতিশীলতা আনতে সহায়তা করেছে। যদিও বৈদেশিক খাতে স্থিতিশীলতা দৃশ্যমান, তথাপি সামষ্টিক অর্থনীতির প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ: মূল্যস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক মুদ্রা বাজার স্থিতিশীল ও রিজার্ভ বৃদ্ধি করা, এবং ক্রমবর্ধমান NPL মোকাবেলায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের শেষেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমান মুদ্রানীতিতে (জানুয়ারি-জুন, ২০২৬) সরকারি খাতে (নিট) ঋণ ও বেসরকারী খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে যথাক্রমে ২১.৬ শতাংশ ও ৮.৫ শতাংশ। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যমতে, পয়েন্ট-টু-পয়েন্টভিত্তিক মূল্যস্ফীতি জুন'২৬ শেষে দাঁড়িয়েছে ৯.১৬ শতাংশ। এছাড়া, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ২০২৬ সময়কালে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ২৯৩৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়েছে।

১। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা সরবরাহ (M2)

মুদ্রা সরবরাহ (M2) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ২৩৩৫৫.৯৮ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩.৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি হয়ে এপ্রিল-জুন ২০২৬ ত্রৈমাসিক শেষে ২৪১৬২.৮৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। M2 পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ৩.৮১ শতাংশ ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে ২.৮১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়। উৎসভিত্তিক বিশ্লেষণ দেখা যায়, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে নীট বৈদেশিক সম্পদ এবং নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ যথাক্রমে ৩.৮১ শতাংশ ও ৩.৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বার্ষিক ভিত্তিতে জুন'২৬ শেষে M2 প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১১.১১ শতাংশ, যা জুন'২৭ এর জন্য নির্ধারিত প্রক্ষেপণ ১৩.০০ শতাংশের তুলনায় কম। উল্লেখ্য, বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২৬ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ২০.৯৪ শতাংশ বৃদ্ধির পাশাপাশি নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদও ৯.৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (চার্ট-১)। মূলতঃ নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA)-এর প্রবৃদ্ধি বেশি হওয়ায় জুন'২৬ শেষে M2-এর প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

চার্ট-১ঃ মুদ্রা যোগানের (এম২) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

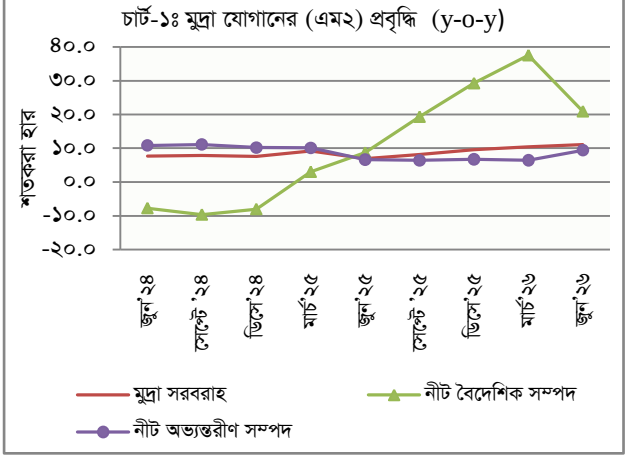

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

অভ্যন্তরীণ ঋণ

এপ্রিল-জুন ২০২৬ সময়কালে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ২৪৬৩৬.৪১ বিলিয়ন টাকা থেকে ২.৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৫২৫৮.১৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বার্ষিক ভিত্তিতে জুন'২৬ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০.৫৭ শতাংশ, যা জুন'২৭ এর জন্য নির্ধারিত প্রক্ষেপণ ১০.৩০ শতাংশের তুলনায় কম। উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাওয়ায় অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম হয়েছে। (চার্ট-২)।

আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১.৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৮২৫৮.৬৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। এছাড়া, বার্ষিক ভিত্তিতে জুন'২৬ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ৪.৪৭ শতাংশ যা জুন'২৭ এর জন্য নির্ধারিত প্রক্ষেপণ ৮.০ শতাংশের তুলনায় কম। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ হতে সরকারের অধিক ঋণ গ্রহণের ফলে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণের তুলনায় কম হয়েছে।

চার্ট-২ঃ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

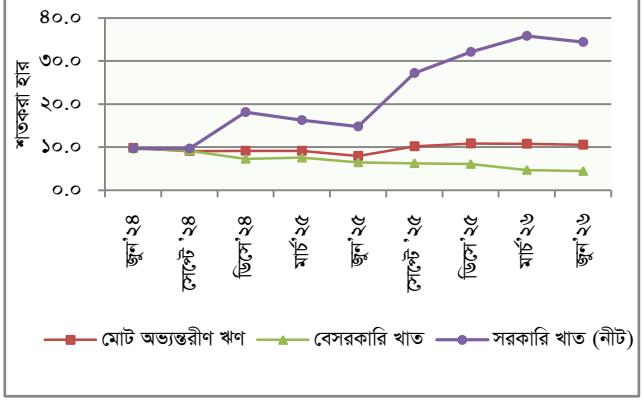

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

অন্যদিকে, ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত (cumulative) নিট ঋণস্থিতি পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৬.৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে এপ্রিল-জুন ২০২৬ শেষে ৬৫৬৬.৫৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যেখানে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে এ প্রবৃদ্ধি ছিল ১২.৩৬ শতাংশ। বার্ষিক ভিত্তিতে জুন'২৬ শেষে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নিট ঋণ স্থিতি ৩৪.৫১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য, সরকারের রাজস্ব আহরণ কাঙ্খিত মাত্রার তুলনায় কম হওয়ায় ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারি খাতে (নিট) ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA)

এপ্রিল-জুন ২০২৬ ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩.৮১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮২০.৪৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ত্রৈমাসিক শেষে যথাক্রমে ১১.৫২ শতাংশ ও ৮.৫১ শতাংশ বৃদ্ধির তুলনায় কম।

বার্ষিক ভিত্তিতে জুন'২৬ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ২০.৯৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যা জুন'২৭ এর জন্য প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি ১৪.৮ শতাংশের তুলনায় বেশি।

রিজার্ভ মুদ্রা

এপ্রিল-জুন ২০২৬ সময়কালে রিজার্ভ মুদ্রা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ৭.৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৭৬৩.৬৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। উপাদানভিত্তিক তুলনায় দেখা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির ফলে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি জুন'২৬ শেষে ১৫.২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল -০.১১ (চার্ট-৩)। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদের অধিক প্রবৃদ্ধির সূত্রে বাৎসরিক ভিত্তিতে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।

চার্ট-৩ঃ রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

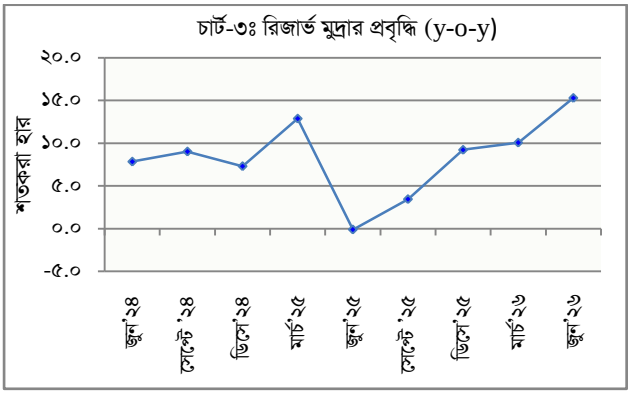

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

২। তারল্য পরিস্থিতি

এপ্রিল-জুন ২০২৬ ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংকসমূহের বিধিবদ্ধ সংরক্ষণের (সিআরআর ও এসএলআর) পর অতিরিক্ত তরল সম্পদ ৭.৯১ বৃদ্ধি পেয়ে ৪০৮০.৭৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা মার্চ'২৬ শেষে ছিল ৩৭৮১.৩৫ বিলিয়ন টাকা (চার্ট-৪)। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপ ও বিশেষ তারল্য সহায়তার সূত্রে ব্যাংক খাতের তারল্য পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হয়েছে।

চার্ট-৪ঃ অতিরিক্ত তরল সম্পদ (Excess Liquid Asset)-এর গতিধারা

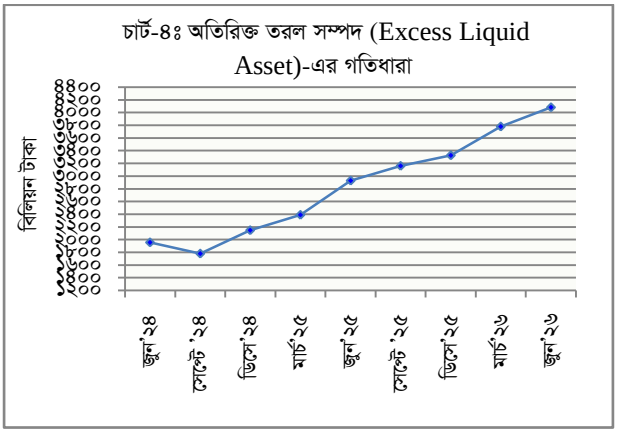

উৎসঃ ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৩। বাজারভিত্তিক সুদহার

এপ্রিল-জুন ২০২৬ সময়কালে স্বল্প মেয়াদি সুদহার (কল মানি) হ্রাসের পাশাপাশি ব্যাংকসমূহের আমানত ও আগাম সুদহার উভয়ই হ্রাস পেয়েছে (চার্ট-৫)। ব্যাংক খাতে আমানত ও আগাম ভারিত গড় সুদহার জুন'২৬ শেষে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬.১৬ ও ১১.৮৬ শতাংশ, যেখানে মার্চ'২৬ শেষে ছিল যথাক্রমে ৬.২৪ শতাংশ ও ১১.৯৬ শতাংশ। আমানত বৃদ্ধি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক তারল্য সহায়তার সূত্রে তারল্য পরিস্থিতি স্বাভাবিকীকরণের দরুন আন্তঃব্যাংক সুদহার হ্রাসের ফলে ঋণের সুদহার হ্রাস পাচ্ছে।

চার্ট-৫ আমানত ও আগামের সুদ হার

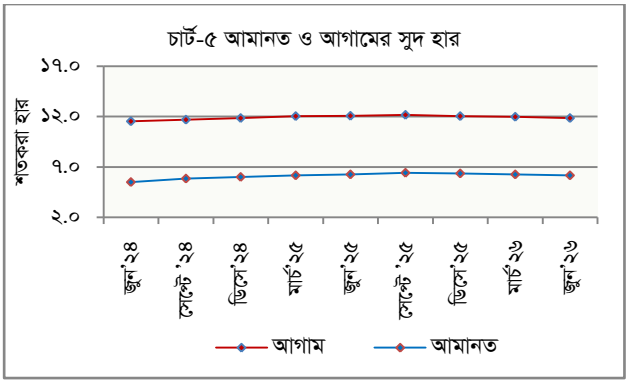

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৪। মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত

এপ্রিল-জুন ২০২৬ সময়কালে তফসিলি ব্যাংকগুলোর মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬০৬৫.৫৫ বিলিয়ন টাকায়, যা মার্চ'২৬ শেষে ছিল যথাক্রমে ৫৮৮৭.০৪ বিলিয়ন টাকা (চার্ট-৬)। ব্যাংক ব্যবস্থায় NPL কমিয়ে আনতে আর্থিক খাত সংস্কারসহ অন্যান্য সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

চার্ট-৬ঃ মোট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ ও NPL অনুপাতগতিধারা

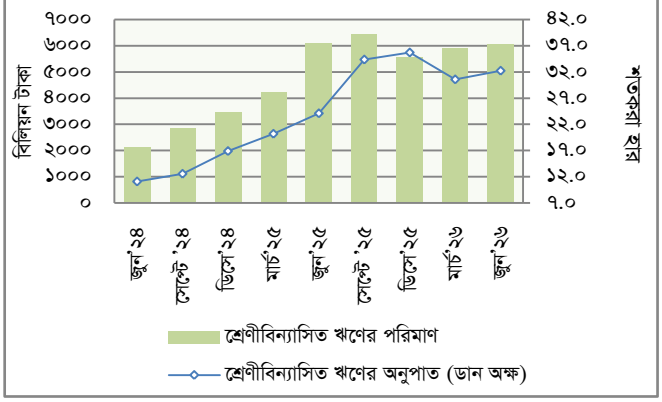

উৎসঃ ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৫। মূল্যস্ফীতি

পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি মার্চ'২৬ শেষের ৮.৭১ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে জুন'২৬ শেষে ৯.১৬ শতাংশে দাঁড়ায়। আলোচ্য সময়ে খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত উভয় মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পাওয়ার পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট সার্বিক মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থ ও ঋণ পরিস্থিতিসহ এপ্রিল-জুন ২০২৬ ত্রৈমাসিকে নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক অবস্থা সংযোজনী-১ তে তুলে ধরা হলো।

চার্ট-৭ঃ সাধারণ মূল্যস্ফীতির ত্রৈমাসিক গতিধারা
(ভিত্তিবছরঃ ২০২১-২২)

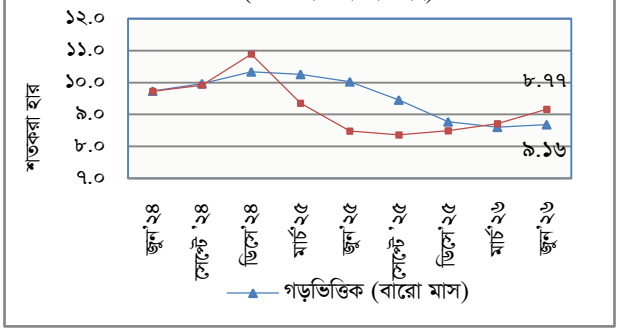

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যানব্যুরো। * ভিত্তিবছরঃ ২০২১-২২

৬। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

এপ্রিল-জুন ২০২৬ ত্রৈমাসিকে ওভারনাইট রেপো (পলিসি) সুদহার, স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) সুদহার এবং স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) সুদহার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ন্যায় যথাক্রমে ১০.০০ শতাংশ, ১১.৫০ শতাংশ এবং ৭.৫০ শতাংশে অপরিবর্তিত ছিল।

কলমানিঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আন্তঃব্যাংক কলমানি মার্কেটে সুদহার সর্বনিম্ন ৯.০০ শতাংশ ও সর্বোচ্চ ১১.০০ শতাংশ ছিল এবং মোট ২৬৩৯.৯৭ বিলিয়ন টাকার লেনদেন করা হয় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের চেয়ে ১৮.০০ শতাংশ কম।

রেপো[২] নিলামঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দৈনিক রেপো'র ৩০টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন মেয়াদি রেপো'র আওতায় ৩৮৮৩.২৫ বিলিয়ন টাকার ৩১৯৩টি দরপত্র গৃহীত হয়, যেখানে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ৪৯টি নিলামে ২৫৯৫.৫৯ বিলিয়ন টাকার ২২১৭টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল। এছাড়া, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে Assured রেপো'র ২৯টি নিলামে ৪৫১.৩৮ বিলিয়ন টাকার ১১৫টি দরপত্র গৃহীত হয়।

স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ)[৩]ঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে এসডিএফ এর আওতায় মোট ৫৯টি নিলামের মাধ্যমে ২৩৮২.৩৬ বিলিয়ন টাকার ৩৯২টি দরপত্র গৃহীত হয়।

সরকারি ট্রেজারি বিলঃ এপ্রিল-জুন ২০২৬ ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১৪টি নিলামের মাধ্যমে ১২০০.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১২০০.০০ বিলিয়ন টাকার ১৩৪৩১টি দরপত্র গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ২৮৩০.১৩ বিলিয়ন টাকার ৮১৮৩টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডঃ আলোচ্য সময়ে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট ১২টি নিলামের মাধ্যমে ৩৮৫.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩৮৫.০০ বিলিয়ন টাকার ২৯২৮টি দরপত্র গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ১০৭৬.৮৫ বিলিয়ন টাকার ১৮৬৭টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

---

[২]দৈনিক ভিত্তিক নিলামে অন্তর্ভুক্তঃওভারনাইট রেপো, লিকিউডিটি সাপোর্ট ফ্যাসিলিটি (এলএসএফ) ও স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ)
[৩]নীতি সুদহার করিডোর এর নিম্নসীমা স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ), যা পূর্বে রিভার্স রেপো হিসেবে অভিহিত ছিল

বাংলাদেশ ব্যাংক বিলঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি এবং কোন টাকা পরিশোধিত হয়নি।

ইসলামিক ব্যাংকস্ লিকুইডিটি ফ্যাসিলিটি (আইবিএলএফ)ঃ এ সময়ে আইবিএলএফ এর মোট ৫৯টি নিলামের মাধ্যমে ১০২৬.৪৪ বিলিয়ন টাকার ৫৬৮টি দরপত্র গৃহীত হয়।

স্পেশাল লিকুইডিটি সাপোর্ট (এসএলএস)ঃ এ সময়ে ০২টি নিলামে ২৯.৬২ বিলিয়ন টাকার ০৩টি দরপত্র গৃহীত হয়।

মুদারাবা লিকুইডিটি সাপোর্ট (এমএলএস)ঃ এ সময়ে এমএলএস এর মোট ০২টি নিলামের মাধ্যমে ২৫.৩০ বিলিয়ন টাকার ০২টি দরপত্র গৃহীত হয়।

৭। বৈদেশিক লেনদেন পরিস্থিতি

রপ্তানিঃ এপ্রিল-জুন ২০২৬ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের চেয়ে যথাক্রমে ১১.৮৫ শতাংশ ও ১৩.৬১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১১৪৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

আমদানিঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের চেয়ে যথাক্রমে ৯.৭৯ শতাংশ ও ১০.৭৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১০০৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

রেমিট্যান্সঃ এ সময়ে রেমিট্যান্স পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের চেয়ে যথাক্রমে ৫.৬২ শতাংশ হ্রাস ও ৯.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৯৩৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য (BOP)ঃ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য সময়কালে আমদানি ব্যয় প্রবৃদ্ধি হ্রাস ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি জোরালো হলেও রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় চলতি হিসাব ভারসাম্যে (Current Account Balance) ৮৯১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি হয়েছে। অন্যদিকে, এ সময়ে অন্যান্য বিনিয়োগ বৃদ্ধিসূত্রে আর্থিক হিসাবে (financial account) ৪২৫৮.০ মিলিয়ন ডলার উদ্বৃত্ত হয়েছে। (সারণি-১)। ফলে, আলোচ্য ত্রৈমাসিকের সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ২৯৩৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়। বৈদেশিক লেনদেনের গতিধারা সারণী-১ এ তুলে ধরা হলো।

সারণি-১ঃ বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

	অর্থবছর ২০২৪-২৫[স]	এপ্রিল-জুন (Q_4) অর্থবছর ২০২৫[স]	জানুয়ারি-মার্চ (Q_3) অর্থবছর ২০২৬[স]	এপ্রিল-জুন (Q_4) অর্থবছর ২০২৬[সা]
বাণিজ্যিক ভারসাম্য	**-২০৩৯৯**	**-৪৯৫৩**	**-৭৫৬৭**	**-৮১৬৩**
রপ্তানি (f.o.b)	৪৩৯৬৫	১০১০০	১০২৫৯	১১৪৭৫
আমদানি (f.o.b)	৬৪৩৬৪	১৫০৫৩	১৭৮২৬	১০০৯৮
সেবা	-৫৬৮২	-১৭৬৪	-১৩৪৫	-১৩৯১
প্রাইমারি ইনকাম	-৫০৪৩	-১২৬২	-১২৬১	-৮৭৫
সেকেন্ডারি ইনকাম	৩০৯৮৫	৮৭২০	১০০৭৩	৯৫৩৮
প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স	৩০৩২৯	৮৫৪৪	৯৯৪৩	৯৩৮৫
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	**-১৩৮**	**৭৪০**	**-১০০**	**-৮৯১**
মূলধনী হিসাব	৩৭৬	১১০	১২০	১৪৫
আর্থিক হিসাব	৩৫৯৫	**২৯৬৭**	**১৫৮৮**	**৪২৫৮**
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	**৩৩৯৩**	**৪৪৯৩**	**১৭৩১**	**২৯৩৪**

স=সংশোধিত, সা =সাময়িক,
উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৮। বিনিময় হার পরিস্থিতি

নামিক বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)

জুন'২৬ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে টাকা-ডলার বিনিময়[৪] হার দাঁড়ায় ১২৩.৪৪ টাকা, যা মার্চ'২৬ শেষে ছিল ১২২.৮০ টাকা। এপ্রিল-জুন ২০২৬ সময়ে টাকা-ডলার বিনিময় হারে শতকরা ০.৫২ ভাগ অবচিতি (depreciation) পরিলক্ষিত হয় (চার্ট-৮)। বিনিময় হারে সৃষ্ট চাপ প্রশমনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এপ্রিল-জুন ২০২৬ সময়ে মার্কিন ডলার বিক্রয় করা হয়নি।

চার্ট-৮ঃ টাকা-ডলার বিনিময় হার

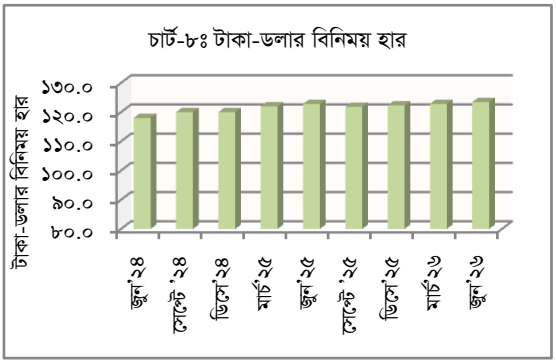

উৎসঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক (Real Effective Exchange Rate-REER Index)

এপ্রিল-জুন ২০২৬ সময়কালে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (REER) দাঁড়িয়েছে ১০২.৫৮ যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের চেয়ে যথাক্রমে ০.৫৪ শতাংশ ও ৪.০২ শতাংশ বেশী।

৯। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

বৈদেশিক দায় পরিশোধ নিশ্চিত করা এবং বহিঃখাতে স্থিতিশীলতা রক্ষার লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রাখা হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যে লেনদেন, প্রবাসী আয়, সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং অন্যান্য বৈদেশিক (নিট) অন্তঃপ্রবাহের উপর রিজার্ভের পরিমাণ নির্ভর করে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ জুন'২৬ শেষে দাঁড়ায় ৩৭৫৭৮.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বিপিএম৬ হিসাবে ৩২৯৩০.৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) যা ৫.৪ মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয়[৫] মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত।

চার্ট-৯ঃ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

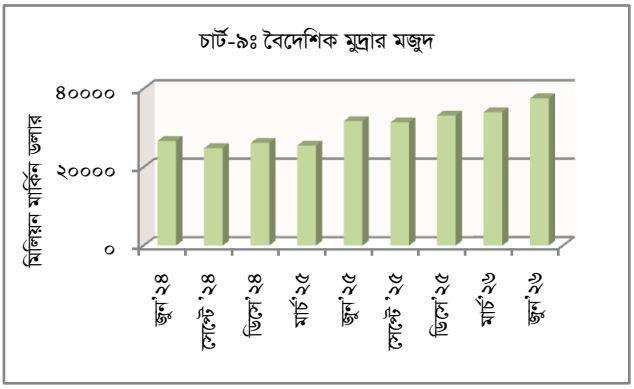

উৎসঃ একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট. বাংলাদেশ ব্যাংক।

১০। এপ্রিল-জুন ২০২৬ ত্রৈমাসিকে অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- বাংলাদেশ ব্যাংক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) খাতের উন্নয়ন, উদ্ভাবন, উৎপাদন, রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে নিজস্ব তহবিল থেকে ১,০০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করেছে। এ স্কিমের আওতায় সফটওয়্যার, সাইবার নিরাপত্তা, রোবটিক্স, ফিনটেক, ই-কমার্সসহ ২০টি প্রযুক্তিনির্ভর খাতে ১০ বছর মেয়াদে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা দেওয়া হবে; বাংলাদেশ ব্যাংক PFI-দের কাছ থেকে ১% এবং PFI-রা গ্রাহকদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ৪% সুদ/মুনাফা নিতে পারবে। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণসীমা সর্বোচ্চ ৫০ কোটি টাকা, ঋণ ও নিজস্ব মূলধনের অনুপাত ন্যূনতম ৮০:২০ এবং খেলাপি ঋণগ্রহীতারা এ সুবিধার আওতায় আসবে না; ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত শর্ত, তদারকি ও প্রতিবেদন দাখিল বাধ্যতামূলক। (বিস্তারিতঃ পিএসডি, ২৫ জুন ২০২৬, jun252026sfd04.pdf)
- বাংলাদেশ ব্যাংক প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০৩০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে, যা আবর্তনযোগ্য (Revolving) হবে। Export Facilitation Pre-finance Fund (EFPF) থেকে সর্বোচ্চ ৫,০০০ কোটি টাকা এ খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং First-Come-First-Serve (FCFS) ভিত্তিতে পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হবে। বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক নতুন Participation Agreement সম্পাদনের মাধ্যমে এ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণের পরবর্তী ১ সপ্তাহের মধ্যে পুনঃঅর্থায়নের আবেদন করতে হবে; বিশেষ কারণে ব্যর্থ হলে উপযুক্ত কারণ উল্লেখ করে পরবর্তী ১৫ দিনের

[৪] টাকা-ডলার বিনিময় হার (মাস শেষে) ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট হতে সংগ্রহীত।

[৫] মাস ভিত্তিতে দ্রব্য আমদানি (cif)

মধ্যে আবেদন করা যাবে। এছাড়া, ব্যাংকগুলোকে প্রতি ত্রৈমাসিক শেষে পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে ঋণ বিতরণ ও আদায়সংক্রান্ত প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করতে হবে। (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, ০৯ এপ্রিল ২০২৬, apr092026brpd-1l12.pdf)

- বাংলাদেশ ব্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক ও আর্থিক কার্যক্রম পুনর্গঠনের লক্ষ্যে নীতি সহায়তা গ্রহণের জন্য নতুন আবেদন দাখিলের সময়সীমা ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত নির্ধারণ করেছে। এ সুবিধার আওতায় ৩০ জুন ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত অশ্রেণিকৃত (STD-0, 1, 2, SMA) ঋণের ক্ষেত্রে বিশেষ পুনর্গঠন এবং ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত শ্রেণিকৃত (SS, DF, B/L) ঋণের ক্ষেত্রে বিশেষ পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করা যাবে; আবেদন প্রাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে তা নিষ্পত্তি করতে হবে। এছাড়া, এক্সিট সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণের বিপরীতে প্রযোজ্য প্রভিশন সংরক্ষণ এবং সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বিদ্যমান ঋণসুবিধার অতিরিক্ত কোনো নতুন ঋণসুবিধা প্রদান না করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, ০৭ মে ২০২৬, may072026brpd-1l16.pdf)
- বাংলাদেশ ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি বৈদেশিক মুদ্রাভিত্তিক আমদানি বাণিজ্য অর্থায়নের ক্ষেত্রে বার্ষিক All-in-Cost Ceiling সংশ্লিষ্ট মুদ্রার Benchmark Rate-এর ওপর সর্বোচ্চ ৩.০০% মার্ক-আপ নির্ধারণ করেছে। একই সুদসীমা Usance Export Bill Discounting Ges Open Account Credit Terms-এর আওতায় রপ্তানির বিপরীতে আগাম অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং অন্যান্য বিদ্যমান নির্দেশনা অপরিবর্তিত থাকবে। (বিস্তারিতঃ এফইপিডি, ১১ মে ২০২৬, may112026fepd-110e.pdf)
- বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফার হার সংক্রান্ত সংশোধিত নির্দেশনা অনুযায়ী, কোন ঋণ বা ঋণের কিস্তি সম্পূর্ণ বা আংশিক মেয়াদোত্তীর্ণ (Overdue) হলে, মেয়াদোত্তীর্ণ সময়ের জন্য চলতি/তলবি ঋণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ঋণস্থিতি এবং মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির ওপর সর্বোচ্চ ০.৫% দণ্ড সুদ (Penal Interest) আরোপ করা যাবে, যা পূর্বে সর্বোচ্চ ১.৫% ছিল। এ নির্দেশনার উদ্দেশ্য বিনিয়োগ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, ১৩ মে ২০২৬, may132026brpd-1l17.pdf)
- বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থায়ন সহজীকরণের লক্ষ্যে একক ঋণগ্রহীতা ও বৃহৎ ঋণ এক্সপোজার সীমা সংক্রান্ত নির্দেশনায় শিথিলতা প্রদান করেছে। সংশোধিত নির্দেশনা অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও শিল্প খাতে অর্থায়ন সহজতর করার লক্ষ্যে একক ঋণগ্রহীতা ও বৃহৎ ঋণ এক্সপোজার সীমা ১৫% থেকে ২৫% নির্ধারণ করেছে, যা ৩০ জুন ২০২৮ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। পাশাপাশি, তহবিলবহির্ভূত ঋণের কনভার্সন ফ্যাক্টর ২৫% নির্ধারণ করে ২০২৭ থেকে ২০২৯ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ৫০%-এ উন্নীত করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, ব্যাংকের শ্রেণিকৃত ঋণের হার অনুযায়ী বৃহৎ ঋণ পোর্টফোলিওর সর্বোচ্চ সীমা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, ১৪ মে ২০২৬, may142026brpd-1l18e.pdf)
- বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের রপ্তানি খাতের বহুমুখীকরণ, তৈরি পোশাক খাতের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং নতুন রপ্তানিমুখী শিল্পের বিকাশে ৩,০০০ কোটি টাকার Export Diversification Refinance Scheme গঠন করেছে। এ তহবিলের আওতায় রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭ এর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও বিশেষ উন্নয়নমূলক শিল্পখাতের রপ্তানিকারকদের স্থানীয় মুদ্রায় ৩ বছর মেয়াদি ঋণ সুবিধা দেওয়া হবে; বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে PFI-গুলো ৪% সুদে তহবিল পাবে এবং গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৭% সুদে ঋণ দিতে পারবে। ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৭০:৩০ ঋণ-ইকুইটি অনুপাত বজায় রাখতে হবে এবং খেলাপি ঋণগ্রহীতা ও অনিষ্পন্ন রপ্তানি বিলের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা দেওয়া হবে না। (বিস্তারিতঃ এসএফডি, ০৭ জুন ২০২৬, jun072026sfd02e.pdf)
- বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবাসী বাংলাদেশিদের (NRB) জন্য অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটের (OBU) মাধ্যমে Non-Resident Convertible Taka Account (NRCTA) নামে নতুন টাকাভিত্তিক হিসাব খোলার ও পরিচালনার সুবিধা চালু করেছে, যেখানে বৈধভাবে প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রা জমা, সুদ/মুনাফা অর্জন এবং মূলধন ও সুদসহ অর্থ অবাধে বিদেশে প্রত্যাবাসন করা যাবে। এ হিসাবের অর্থ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের Type-A শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান এবং প্রবাসী বা তাদের মনোনীত তৃতীয় পক্ষকে নির্দিষ্ট শর্তে ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক ঋণ প্রদানের কাজে ব্যবহার করা যাবে। হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে KYC, AML/CFT ও কর সংক্রান্ত বিধান পরিপালন করতে হবে এবং ব্যাংকগুলোকে অনলাইন ও ই-ব্যাংকিং সুবিধাসহ এ হিসাব চালুর আগে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করতে হবে। (বিস্তারিতঃ এফইপিডি, ২৩ জুন ২০২৬, jun232026fepd-114e.pdf)

- বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী, ঋণ ও আমানতের গড় ভারিত সুদহারের ব্যবধান যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে ক্রেডিট কার্ড ও ভোক্তা ঋণ ব্যতীত অন্যান্য সকল খাতে ঋণ ও আমানতের গড় ভারিত সুদহারের ব্যবধান সর্বোচ্চ ৪% নির্ধারণ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো ঋণের সুদহার সহনীয় পর্যায়ে রাখা, উৎপাদনশীল খাতে ঋণপ্রবাহ বৃদ্ধি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা। (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, ২৯ জুন ২০২৬, jun292026brpd-1l22.pdf)
- বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী, ৩০ জুন ২০২৬ তারিখে মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত ঋণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে বিশেষ এককালীন এক্সিট সুবিধার আওতায় আনা যাবে। এ সুবিধার জন্য ঋণগ্রহীতাকে সমুদয় দায় এককালীন পরিশোধ করতে হবে এবং সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী প্রযোজ্য শর্তসমূহ বহাল থাকবে। ৬ আগস্ট ২০২৪ থেকে ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত পুনঃতফসিলকৃত ঋণও এ সুবিধার আওতাভুক্ত হবে এবং কৃষি ও CMSME খাতের ঋণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, ২৯ জুন ২০২৬, jun292026brpd-1l23.pdf)

১১। উপসংহার

সামষ্টিক অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জসমূহ সামনে রেখে কাঙ্খিত মোট দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখাসহ অভ্যন্তরীণ বাজারমূল্য বিশেষতঃ খাদ্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রেখে দামস্তরে স্থিতিশীলতা আনয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন করছে। তবে, বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক উদ্বেগ বৃদ্ধি হওয়ার প্রেক্ষাপটে দেশের অগ্রাধিকার খাতসমূহ যথা: কৃষি, রপ্তানিমুখী শিল্প, আমদানি বিকল্প শিল্প ও সিএমএসএমই খাতে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রবাহ নিশ্চিত করা, খেলাপী ঋণের মাত্রা হ্রাসে কার্যকর পদক্ষেপ বাস্তবায়ন, ব্যাংকিং খাতে তারল্য পরিস্থিতি স্বস্তিদায়ক পর্যায়ে ফিরিয়ে আনা, আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা ও আস্থা পুনরুদ্ধারসহ আর্থিক খাতে সুশাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমানে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

গবেষণা বিভাগ

(মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং)

নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক অবস্থা এপ্রিল-জুন, ২০২৬

সংযোজনী-১

(বিলিয়ন টাকায়)

	জুন	মার্চ	ডিসেম্বর	জুন	মার্চ	জুন	পরিবর্তন				মুহ
	২০২৬	২০২৬	২০২৫	২০২৫	২০২৫	২০২৪	মার্চ'২৬ এর তুলনায় জুন'২৬	ডিসেম্বর'২৫ এর তুলনায় মার্চ'২৬	মার্চ'২৫ এর তুলনায় জুন'২৫	জুন'২৫ এর তুলনায় জুন'২৬	জুন'২৪ এর তুলনায় জুন'২৫
১	২	৩	৪	৫	৫	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩৮২০.৪৬	৩৬৮০.২৯	৩৩০০.১৪	৩১৫৮.৯৪	২৬৭৫.২৯	২৯১১.২৯	১৪০.১৭	৩৮০.১৫	৪৮৩.৬৫	৬৬১.৫১	২৪৭.৬৫
							(৩.৮১)	(১১.৫২)	(১৮.০৮)	(২০.৯৪)	(৮.৫১)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	২০৩৪২.৪১	১৯৬৭৫.৬৯	১৯১৯৮.৭১	১৮৫৮৭.২৮	১৮৪৭৫.৬৩	১৭৪২১.০৫	৬৬৬.৭২	৪৭৬.৯৯	১১১.৬৪	১৭৫৫.১৩	১১৬৬.২৩
							(৩.৩৯)	(২.৪৮)	(০.৬০)	(৯.৪৪)	(৬.৬৯)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	২৫২৫৮.১৪	২৪৬৩৬.৪১	২৩৮৪৯.৬৮	২২৮৪৩.৫৩	২২২৩৫.৩৪	২১১৫৫.২৫	৬২১.৭২	৭৮৬.৭৩	৬০৮.১৯	২৪১৪.৬১	১৬৮৮.২৮
							(২.৫২)	(৩.৩০)	(২.৭৪)	(১০.৫৭)	(৭.৯৮)
i) সরকারি খাত (নীট)	৬৫৬৬.৫৯	৬১৭২.৩৩	৫৪৯৩.২৬	৪৮৮১.৭৮	৪৫৪১.৮৮	৪২৪৮.৭৭	৩৯৪.২৬	৬৭৯.০৭	৩৩৯.৯০	১৬৮৪.৮১	৬৩৩.০১
							(৬.৩৯)	(১২.৩৬)	(৭.৪৮)	(৩৪.৫১)	(১৪.৯০)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	৪৩২.৯০	৪৫৮.৬৫	৪৭৬.১৮	৪৮৪.৮৮	৫০০.১৯	৪৯৪.১৯	-২৫.৭৫	-১৭.৫৩	-১৫.৩১	-৫১.৯৮	-৯.৩১
							-(৫.৬১)	-(৩.৬৮)	-(৩.০৬)	-(১০.৭২)	-(১.৮৮)
iii) বেসরকারি খাত	১৮২৫৮.৬৫	১৮০০৫.৪৪	১৭৮৮০.২৪	১৭৪৭৬.৮৭	১৭১৯৩.২৭	১৬৪১২.২৯	২৫৩.২১	১২৫.১৯	২৮৩.৬০	৭৮১.৭৮	১০৬৪.৫৮
							(১.৪১)	(০.৭০)	(১.৬৫)	(৪.৪৭)	(৬.৪৯)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৪৯১৫.৭৩	-৪৯৬০.৭২	-৪৬৫০.৯৭	-৪২৫৬.২৫	-৩৭৫৯.৭১	-৩৭৩৪.২০	৪৪.৯৯	-৩০৯.৭৪	-৪৯৬.৫৪	-৬৫৯.৪৭	-৫২২.০৫
							(০.৯১)	-(৬.৬৬)	-(১৩.২১)	-(১৫.৪৯)	-(১৩.৯৮)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	২৪১৬২.৮৬	২৩৩৫৫.৯৮	২২৪৯৮.৮৫	২১৭৪৬.২২	২১১৫০.৯২	২০৩৩২.৩৪	৮০৬.৮৮	৮৫৭.১৩	৫৯৫.৩০	২৪১৬.৬৫	১৪১৩.৮৮
							(৩.৪৫)	(৩.৮১)	(২.৮১)	(১১.১১)	(৬.৯৫)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	৫৬৪২.৪৪	৫১৮৮.৪০	৪৮৬৬.৭১	৫১০১.৬৭	৪৮৯৫.৩২	৫০০৯.২৭	৪৫৪.০৪	৩২১.৭০	২০৬.৩৫	৫৪০.৭৭	৯২.৪০
							(৮.৭৫)	(৬.৬১)	(৪.২২)	(১০.৬০)	(১.৮৪)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	৩৩৬৩.৭৫	৩০৩০.১৯	২৭৫৩.৪৩	২৯৬৪.৫২	২৯৬৪.৩২	২৯০৪.৩৭	৩৩৩.৫৭	২৭৬.৭৫	০.২০	৩৯৯.২৩	৬০.১৫
							(১১.০১)	(১০.০৫)	(০.০১)	(১৩.৪৭)	(২.০৭)
ii) তলবি আমানত	২২৭৮.৬৯	২১৫৮.২১	২১১৩.২৭	২১৩৭.১৫	১৯৩১.০১	২১০৪.৯০	১২০.৪৭	৪৪.৯৪	২০৬.১৫	১৪১.৫৪	৩২.২৫
							(৫.৫৮)	(২.১৩)	(১০.৬৮)	(৬.৬২)	(১.৫৩)
খ) মেয়াদি আমানত	১৮৫২০.৪৩	১৮১৬৭.৫৮	১৭৬৩২.১৪	১৬৬৪৪.৫৫	১৬২৫৫.৬০	১৫৩২৩.০৭	৩৫২.৮৫	৫৩৫.৪৪	৩৮৮.৯৫	১৮৭৫.৮৮	১৩২১.৪৮
							(১.৯৪)	(৩.০৪)	(২.৩৯)	(১১.২৭)	(৮.৬২)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	৪৭৬৩.৬৯	৪৪৩২.৭০	৪৩৬৩.২৫	৪১৩১.৭৯	৪০২৭.৩৩৬	৪১৩৬.৪৭	৩৩০.৯৯	৬৯.৪৫	১০৪.৪৫	৬৩১.৯০	-৪.৬৮
							(৭.৪৭)	(১.৫৯)	(২.৫৯)	(১৫.২৯)	-(০.১১)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩৭৫০.৯৩	৩৬৮০.২৯	৩১৭৮.০২	২৯৩২.৪৮	২৪০২.৭৪	২৪৫৭.৮১	৭০.৬৫	৫০২.২৭	৫২৯.৭৪	৮১৮.৪৫	৪৭৪.৬৭
							(১.৯২)	(১৫.৮০)	(২২.০৫)	(২৭.৯১)	(১৯.৩১)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১০১২.৭৫	১৯৬৭৫.৬৯	১১৮৫.২৩	১১৯৯.৩১	১৬২৪.৫৯	১৬৭৮.৬৬	-১৮৬৬২.৯৪	১৮৪৯০.৪৭	-৪২৫.২৮	-১৮৬.৫৬	-৪৭৯.৩৫
							-(৯৪.৮৫)	(১৫৬০.০৮)	-(২৬.১৮)	-(১৫.৫৬)	-(২৮.৫৬)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত সরকারের নীট ঋণ	৮১২.৩৪	১০৯২.৮৬	৯৪৯.৭৭	৮০৬.৮৪	১০০১.২৫	১৪৫৯.৩২	-২৮০.৫২	১৪৩.০৯	-১৯৪.৪০	৫.৫০	-৬৫২.৪৮
							-(২৫.৬৭)	(১৫.০৭)	-(১৯.৪২)	(০.৬৮)	-(৪৪.৭১)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন মা: ডঃ)	৩৭৫৭৮.০১	৩৪০৩১.৪২	৩৩১৮৭.৯০	৩১৪২৬.৮১	২৫৫১২.০০	২৬৭১৪.২০					
৭। অতিরিক্ত তরল সম্পদ (বিলিয়ন টাকায়)#	৪০৮০.৭৫	৩৭৮১.৩৫	৩৩২৯.৪৪	৩১৫৯.৪৬	২৩৮৮.৪৬	১৯৫৮.২৪					
৮। শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকায়)	৬০৬৫.৫৫	৫৮৮৭.০৪	৫৫৭২.১৭	৬৪৪৫.১৫	৪২০৩.৩৫	২১১৩.৯২					
শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত(%)	৩২.৭৮	৩২.২৬	৩০.৬০	৩৫.৭৩	২৪.১৩	১২.৫৬					
৯। টাকা-ডলার বিনিময় হার (মাস শেষে)	১২৩.৪৪	১২২.৮০	১২২.৩১	১২১.৮০	১২২.০০	১১৮.০০					
১০। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)	১০২.৫৮	১০২.০৩	১০৪.৪৯	১০৪.৪৯	১০১.৮৬	৯৯.৫৩					
১১। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক) (ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬ এবং ২০২১-২২)©	৮.৬৮	৮.৬	৮.৭৭	৯.৪৫	১০.২৬	৯.৭৩					

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

নোটঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক;

#= সিআরআর ও এসএলআর সংরক্ষণ করার পর; ©= এপ্রিল'২৩ হতে ভিত্তিবছর ২০২১-২২।